গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mohfw.gov.bd

বিষয়: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নৈতিকতা কমিটির ৯ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব শেখ রফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ-৩৩৮, ভবন-৩)।
তারিখ ও সময় : ৩১.১২.২০১৭ খ্রিঃ, সকালঃ ১১:৩০ ঘটিকা।

সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা **পরিশিষ্ট 'ক'** তে সন্নিবেশিত।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে সেবাধর্মী আচরণ প্রতিষ্ঠার জন্য কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা এবং জবাবদিহিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। বিগত সভার কার্যবিবরণী সম্পর্কে কোন বিরুপ মন্তব্য না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

২. অত:পর সভায় নিম্নরুপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:
বিগত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও পর্যালোচনা:

ক) নৈতিকতা কমিটি গঠন ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন: জনাব আ: গাফ্ফার খান, যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহে নৈতিকতা কমিটি থাকতে হবে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি নিয়মিত নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন এবং সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ জানান।

(খ) আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কার: জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য এবং হাসপাতাল অনুবিভাগ থেকে কোন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত না থাকায় আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংস্কারের কোন অগ্রগতি জানা যায়নি।

(গ) ই-গভর্নেন্সঃ

১. **অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম চালুঃ** জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, উপ-সচিব, প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) জানান যে, বর্তমানে এ মন্ত্রণালয়ের অনেক শাখা সভার নোটিস এবং দাপ্তরিক পত্রগুলো ইলেকট্রনিক মেইল এর মাধ্যমে এবং মোবাইল ফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তর এবং স্টেকহোল্ডারদের সাথে আদান প্রদান করছে। Facebook page খোলা হয়েছে। জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর জানান, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে এসএমএস রেসপন্স সিস্টেম চালু আছে। সভাপতি প্রতিমাসে কতটি ই-মেইল বা মোবাইল ফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে জনগণ বা সেবা গ্রহীতাকে সেবা প্রদান করা হয়েছে তার পরিসংখ্যান সভায় উপস্থাপন করতে অনুরোধ করেন। তিনি মন্ত্রণালয়ের ফেসবুক পেজে সকল কর্মকর্তাকে সম্পৃক্ত করতে নির্দেশনা প্রদান করেন।

২. **ভিডিও কনফারেন্সঃ** জনাব আহমেদ লতিফুল হোসেন, সিস্টেম এনালিস্ট জানান যে, বর্তমানে মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে ভিডিও কনফারেন্স নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

৩. **ই-টেন্ডার চালুকরণঃ** সভায় উপিস্থিত স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মো: আবদুল হামিদ জানান যে, অপারেশন প্ল্যানের আওতাভূক্ত কাজগুলো ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে করা হচ্ছে। অন্যান্য ছোট ছোট কাজগুলো ই-টেন্ডারিং এর আওতায় আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। স্থানীয় পর্যায়ে ১৯টি ফেজের মধ্যে ৯টিতে ই-টেন্ডারিং শুরু হয়েছে। আগামী দুই মাসের মধ্যে বাকি ফেজগুলোর ই-টেন্ডারিং শুরু হবে। ডা: আখতারুল ইসলাম, উপ-পরিচালক (এমআইএস), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানান যে, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার ও সিডিসি শতভাগ ই-টেন্ডারিং চালু করেছে। এ পর্যন্ত ১৪ জনকে ই-টেন্ডারিং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সভাপতি জানান, ই-টেন্ডারিং এর সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান ও ঠিকাদারদের ই-টেন্ডারিং বিষয়ক কারিগরি জ্ঞান সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সকলকে ই-টেন্ডারিং এর প্রশিক্ষণ দিতে হবে। যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, তারা অন্যদের প্রশিক্ষণ দেবেন

এবং ই-টেন্ডারিং এর কাজে বুঝতে কোন সমস্যা হলে সরাসরি অথবা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে CPTU'র সহযোগিতা গ্রহণ করবেন। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান ১৪ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। জনাব আ: গাফ্‌ফার খান, যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) ই-টেন্ডারিং সম্পর্কিত হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রশাসন-৪ অধিশাখা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে অনুরোধ জানান।

৪. **ই-ফাইলিং:** জনাব আহমেদ লতিফুল হোসেন, সিস্টেম এনালিস্ট (কম্পিউটার সেল) জানান, মন্ত্রণালয়ে প্রতিটি শাখায় ই-ফাইলিং সীমিত আকারে শুরু হয়েছে। ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে, গত মার্চ হতে ঔষধ প্রশাসনে ই-ফাইলিং চালু হয়েছে। জনাব আমিনুল ইসলাম, পরিচালক, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর জানান, ই-ফাইলিং এর উপর কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ চলছে। প্রতিষ্ঠানের কোন কোড না থাকায় স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে ই-ফাইলিং চালু হয়নি মর্মে জানান। জনাব আ: গাফ্‌ফার খান, যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) ই-ফাইলিং কোডের জন্য প্রশাসন-১ ও সিস্টেম এনালিস্টের সাথে যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেক কর্মকর্তাদের ই-ফাইলিং চালু করার নিদের্শনা প্রদান করেন। তিনি ই-ফাইলিং চালুর নিমিত্তে মন্ত্রণালয়ে প্রত্যেক শাখায় স্ক্যানার মেশিন সরবরাহের জন্য নির্দেশ দেন।

৫. **প্রাইস গাইড লাইন প্রণয়ন:** জনাব হাসান মাহমুদ, উপ-সচিব (ক্রয় ও সংগ্রহ শাখা) বলেন, প্রাইস গাইড লাইন্স এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। এটির আপডেট চলছে। চলতি মাসের মধ্যে প্রাইস গাইড লাইন্স চূড়ান্ত হবে। সভাপতি জরুরি ভিত্তিতে মেডিকেল ইকুইপমেন্ট এর প্রাইস গাইড লাইনস প্রণয়ন করার জন্য অনুরোধ করেন।

৬. **হাসপাতাল/চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের Biometric Attendance Machine:** জনাব মোঃ লুৎফর রহমান, উপ-সচিব, প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) জানান, চিকিৎসকসহ চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত অন্যান্যদের কর্মস্থলে উপস্থিতির হার হতাশাজনক। তিনি হাসপাতাল/চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের Biometric Attendance Machine সচল রেখে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং মনিটরিং জোরদার করার পরামর্শ দেন। তিনি যে সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে মেশিন নেই তার তালিকা প্রস্তুত করতে এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানান। তিনি প্রতিদিন সকাল ১০ টার মধ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপস্থিতির রিপোর্ট প্রদানে অনুরোধ করেন। ডা: আখতারুল ইসলাম, উপ-পরিচালক, এমআইএস জানান সরকারী স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে ৪৭৮টি Biometric Attendance Machine চালু রয়েছে। অনেক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সমস্যা এবং Biometric Attendance Machine নষ্টের কারণে হাজিরার গড় কম হচ্ছে মর্মে জানান। তবে স্থানীয় পর্যায়ে মেশিন মেরামতের জন্য অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোতে Biometric Attendance Machine প্রদানের কার্যক্রম চলছে। জনাব আ: গাফ্‌ফার খান নিয়মিত Biometric Attendance প্রতিবেদন প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।

(ঘ) মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমঃ

১. প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ইত্যাদিঃ আ: গাফ্‌ফার খান, যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) প্রকিউরমেন্ট, ইনোভেশন, ই-ফাইলিং ও শুদ্ধাচারের উপর প্রশিক্ষণের গুরুত্বারোপ করে বলেন যে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাজের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ আবশ্যক। তিনি প্রশাসন-৪ কে প্রকিউরমেন্ট, ইনোভেশন, ই-ফাইলিং ও শুদ্ধাচারের উপর প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। জনাব মো: লুৎফর রহমান, উপ-সচিব (প্রশাসন-৪) শুদ্ধাচার পুরস্কার/প্রশিক্ষণ কোডে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করার জন্য ড: এনামুল হক, উপ-সচিব (বাজেট)-কে অনুরোধ করেন।

২. গণশুনানি: ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর ৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেছে এবং প্রতিমাসে গণশুনানীর আয়োজন করা হচ্ছে মর্মে প্রতিনিধি জানান। জনাব আ: গাফ্‌ফার খান সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাকে গণশুনানী কমিটি গঠনপূর্বক নিয়মিত গণশুনানি আয়োজন এবং তার রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

৫. গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ:

ক্র:নং:	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৪.১	আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ আইন ২০১৬ প্রণয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	জনস্বাস্থ্য-১

৪.২	মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৬ তরান্বিত করার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) ও উপসচিব (সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১)
৪.৩	জাতীয় প্রশিক্ষণ (ইন-সার্ভিস) গাইড লাইন আগামী ২ (দুই) মাসের মধ্যে বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভার্সনে চূড়ান্ত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও উপসচিব (HRM ইউনিট)
৪.৪	প্রতিমাসে কতটি ই-মেইল বা মোবাইল ফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে জনগণ বা সেবা গ্রহীতাকে সেবা প্রদান করা হয়েছে তার পরিসংখ্যান, ভিডিও কনফারেন্সিং এর সংখ্যা সভায় উপস্থাপন এবং মন্ত্রণালয়ের ফেসবুক পেজে সকল কর্মকর্তাকে সম্পৃক্ত করতে হবে।	উপসচিব (প্রশাসন-৪), সিস্টেম এনালিষ্ট, কম্পিউটার সেল
৪.৫	অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহে শতভাগ ই-টেন্ডারিং নিশ্চিত করতে হবে।	স্ব-স্ব অধিদপ্তর/দপ্তর প্রধান
৪.৬	মার্চ ২০১৮ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে শতভাগ শাখায় ই-ফাইলিং চালু করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও সিস্টেম এনালিষ্ট, কম্পিউটার সেল
৪.৭	উন্নয়ন অনুবিভাগসহ অন্যান্য অনুবিভাগের কর্মকর্তাগণকে প্রকিউরমেন্টের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত সিপিটিইউ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির সাথে যোগাযোগ করে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)/ সকল অধিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থাসমূহের প্রধান
৪.৮	সকল অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাকে নিয়মিত গণশুনানি আয়োজন এবং তার রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সকল অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহ
৪.৯	হাসপাতাল/চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের Biometric Attendance Machine সচল রেখে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং মনিটরিং জোরদার করতে হবে। প্রতিদিন সকাল ১০ টার মধ্যে স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপস্থিতির প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অধিশাখায় প্রেরণ করতে হবে।	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৪.১০	মেডিকেল ইকুইপমেন্ট এর প্রাইস গাইড লাইন্স প্রণয়ন দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), সিএমএসডি
৪.১১	শুদ্ধাচার বিষয়ক পুরস্কা/প্রশিক্ষণের জন্য নির্ধারিত কোডে অর্থের সংস্থান রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)

৬. আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত: ০৮.০১.২০১৮
(শেখ রফিকুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

নং- ৪৫.১৪১.০১৪.০০.০০.০০২.২০১৬-২৩

তারিখ: ২৮ পৌষ ১৪২৪ / ১১ জানুয়ারি ২০১৮

<u>সদয় কার্যার্থে (মন্ত্রণালয়/বিভাগ) জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়:</u>

১. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/জনস্বাস্থ্য ও বিশ্বস্বাস্থ্য/হাসপাতাল/নার্সিং ও মিডওয়াইফারী/ঔষধ প্রশাসন ও আইন/আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট/বাজেট), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. যুগ্মসচিব (প্রশাসন), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. যুগ্মপ্রধান (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা) জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয় :

১. মহাপরিচালক (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর/নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা।
৩. ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. চিফ টেকনিক্যাল ম্যানেজার, নিমিউ এন্ড টিসি, মহাখালী, ঢাকা।
৫. ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, টেমো, মহাখালী, ঢাকা।

জ্ঞাতার্থে:

অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(মো: লুৎফর রহমান)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০৩৬২
ই-মেইল monitor@mohfw.gov.bd